আল্লাহর শাস্তি

মুফতি যুবায়ের আহমদ
পরিচালক : ইসলামী দাওয়াহ্ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪
www. jubaer ahmad.com
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১

মুসলিম জাতির দায়িত্ব ও ফরিযা হলো 'দাওয়াত'। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর বান্দাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানো। মুসলমানরা যদি এই গুরুদায়িত্ব আদায় না করে, তাহলে তার অবস্থা কী হতে পারে, এ বিষয়ে পাঠকদের খেদমতে কিছু আলোচনা পেশ করছি।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হাকীমে মানুষের দুটি অবস্থার আলোচনা করেছেন।

(১) সম্মানের অবস্থা। (২) লাঞ্ছনার অবস্থা। প্রথম অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ: ইজ্জত সম্মান তো শুধু আল্লাহর ও তাঁর রাসুল এবং মু'মিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা জানে না।[১]

দ্বিতীয় অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হাকীমে বলেন।

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ.

অর্থ: আর তাদের ওপর আরোপ করা হলো লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর রোষারলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল।[২]

কুরআনে কারীমে দুই প্রকার জাতির ওপর শাস্তির আলোচনা করেছেন।

প্রথম প্রকার হলো অস্বীকারকারী কাফের। অর্থাৎ যারা আল্লাহর পয়গামকে মিথ্যা বলেছে, অস্বীকার করেছে।

দ্বিতীয় প্রকার হলো, আহলে কিতাবিদের মধ্যে যারা পয়গম্বরদের দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে একসময় তারা নাফরমান হয়ে যায়। এই আয়াতে যাদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে, তারা হলো ওই সব মুসলমান যাদেরকে আমরা বনী ইসরায়েল বলে চিনি। এখানে ভাববার বিষয় হলো তাদের এমন কোন্ অপরাধ ছিল, যার কারণে তাদের ওপর শাস্তি নেমে এসেছে? আমাদের পক্ষ থেকেও যদি একই
অপরাধ প্রকাশ পায়, তাহলে কি আমাদেরকে এই শাস্তি থেকে মুক্তি দেওয়া হবে? না, কখনও না। আল্লাহর আদালতের মূলনীতি হলো একটি অপরাধের জন্য একটি শাস্তি নির্দিষ্ট। ওই অপরাধ যেই করুক তাকে ওই শাস্তিই দেওয়া হবে। যেমন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি ফাতেমাও চুরি করে, তাহলে তারও হাত কেটে দেওয়া হবে। এখন আমরা আলোচনা করবো, কী কারণে পূর্ববর্তী লোকদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

শাস্তির কারণ

আমরা দেখতে পাই, দুনিয়াতে মানুষ যখন তার ওপরস্থ কর্মকর্তার অবাধ্য হয়, তখন তাকে তার অপরাধের জন্য শাস্তির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। ঠিক বান্দা যখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো উপাসনা করে, অথবা তার অবাধ্য

---

[1] -সূরা মুনাফিকুন-৮

[2] সুরা বাকারা-৬১

হয়, তখন তিনি শাস্তি দেন। আমরা কোরআনকে নিয়ে গবেষণা করলে জানতে পারব যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী জাতিকে তিন কারণে শাস্তি দিয়েছেন।

১। অন্যায় কাজ থেকে বাধা না দেয়া

আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ *

অর্থ: তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল। [৩]

এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম, পূর্ববর্তী উম্মতেরা মানুষকে মন্দ কাজ হতে বাধা দিতো না। এবার আমরা দেখি আমরাও একই অপরাধে অপরাধী কি না। সবচেয়ে বড় **مُنْكَر** মন্দ কাজ হচ্ছে শিরিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থ: তুমি আল্লাহর সাথে শিরিক করো না, নিশ্চয় শিরিক মহা অন্যায়।[৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন.

مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক করে, আল্লাহ তার ওপর জান্নাতকে হারাম করে দেন। তার আবাসস্থল জাহান্নাম আর যালেমদের কোনো সাহায্যকারী নাই। [৫]

আমার সামনে যারা শিরিক করছে, মুর্তির পূজা করছে, তাদেরকে শিরিক নামের মন্দ কাজ থেকে বাঁধা দিই কি না? ইত্যাদি। মোটকথা পূর্ববর্তী যেসব কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, সেই কারণগুলোর মধ্যে **১**নং কারণটি আমাদের মধ্যেও পাওয়া যাচ্ছে। তাই আমরা নিজেরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবনা এবং অন্যদেরকে শিরিক করতে দেবো না। আর তাদেরকে একত্ববাদের দিকে আহ্বান করব। পূর্ববর্তী উম্মাতের শাস্তি দেওয়ার দ্বিতীয় যেই কারণই ছিল,তা হলে সত্যকে গোপন করা।

২। সত্য গোপন করা।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ *

অর্থ: নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাজিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও।[6]

উক্ত আয়াতে আল্লাহর বিধানগুলো গোপন করতে নিষেধ করেন। যারা তা করবে, তাদের ওপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। আমরা এই আয়াত থেকে জানতে পারলাম যে, পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর যেই কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, তার দ্বিতীয় কারণ হলো সত্যকে গোপন করা। এখন দেখার বিষয় হলো আমরা এই অপরাধে অপরাধী কি- না? আমরাও এই অপরাধে অপরাধী। আমরাও সত্যকে গোপন করছি। যেমন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন, হিন্দু-মুসলিম সকল মানুষের নবী। এই সত্য কথাটি কি আমরা হিন্দু, খ্রিস্টান অমুসলিম

---

[3]সুরা মায়েদা–৭৯

[4]সুরা লুকমান–১৩

[5] সুরা মায়েদা– ৭২

[6] সূরা বাকারা: আয়াত : ১৫৯

ভাইদের কাছে বলেছি? তাদের কাছে কি এই দাওয়াত পৌঁছিয়েছি? যদি উত্তর হয় না; তাহলে আমরা সত্যকে গোপন করলাম কি- না?

এমনিভাবে কুরআন হলো সকল মানুষের জন্য। এই সত্য কথাটি কি অমুসলিমদের মাঝে পেশ করেছি? কোনো দিন কি কোনো অমুসলিমদেরকে বলেছি? ভাই! কুরআন হলো আপনারোও কিতাব। আপনাদের জন্য মুক্তির পথনির্দেশিকা। যদি না বলে থাকি, তাহলে আমরা এই সত্য বিষয়টি গোপন করলাম কি না? হ্যাঁ অবশ্যই এই সত্য বিষয়টি গোপন করেছি।

ইসলাম হলো মুসলিম অমুসলিম সকল মানুষের জন্য। আমরা কি অমুসলিমদের কাছে এই সত্য পয়গামটি পৌঁছিয়েছি? যদি না পৌঁছাই, তাহলে এই সত্য বিষয়টি গোপন করলাম কি না? আমরা যদি ভালোভাবে আল্লাহর বিধানগুলোর প্রতি খেয়াল করি, তাহলে দেখব, এমন অনেক সত্য বিষয় আছে, যা আমরা গোপন করছি। অন্য মানুষের কাছে প্রকাশ করছি না। আর পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে শাস্তির দ্বিতীয় কারণ হলো সত্যকে গোপন করা। আসুন আমরা সত্যকে মানুষের কাছে প্রকাশ করি যা আমরা গোপন করছি। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আমিন!! পূর্ববর্তী উম্মতকে যে কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তার তৃতীয় কারন হলো আল্লাহ বিধি বিধান থেকে উদাসীন হওয়া।

৩। আল্লাহ তাআ'লার বিধিবিধান থেকে উদাসীন হওয়া

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ *

অর্থ: অতঃপর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম, গোনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের নাফরমানির দরুণ।[7]

প্রিয় পাঠক! আমরা এই আয়াত থেকে জানতে পারলাম যে, পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর আযাব আসার তৃতীয় কারণ হলো আল্লাহর আহকামকে অবজ্ঞা করা। উদাসীন হওয়া। এখন দেখার বিষয় আমরাও ওই রোগে রোগী কি না? আমরা নামাজ্ থেকে উদাসীন। রোজা থেকে উদাসীন। হজ্জ থেকে উদাসীন, আল্লাহর আহকাম থেকে উদাসীন।

এসব কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর শাস্তি দিয়েছিলেন। তখনই মানুষ উদাসীন হয় যখন মানুষ কোনো কিছু ভুলে যায়।

শাস্তির ধরণ

আল্লাহা তাআ'লা আমাদেরকে সতর্ক করেছেন বিভিন্নভাবে, কখনো আযাবের ভয় দেখিয়ে, আবার কখনো পূর্বের সম্প্রদায়ের শাস্তির ঘটনা বর্ণনা করে আমাদেরকে হুশিয়ারি বার্তা জানিয়েছেন। তার কিছু বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো। আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী জাতীকে ধ্বংস করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

আমি অবশ্যই তোমাদের পূর্বে বহু অধিবাসীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, এ কারণে যে তারা যুলুম করেছিল। অথচ রাসূল তাদের কাছেও এসব বিষয়ের প্রকৃষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা ঈমান আনল না। এমনিভাবে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি পাপী সম্প্রদায়কে।[৮]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা পূর্ববর্তী জাতিদের শাস্তির কারণ বলেছেন, তাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণের আনীত বিধানসমূহ অমান্য ও অস্বীকার করার দরুণ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। আমরা জানি আল্লাহ

---

[7] আরাফ : আয়ত : ১৬৫

[৪]ইউসুন-১৩

তাআ'লার কাছে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ কাজ হলো, তাঁর সাথে শিরিক করা। এই দাওয়াত নিয়েই সমস্ত নবী রসূলরা এসেছেন। যারা তাদের দাওয়াত অমান্য করেছে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আযাবে নিপতিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা পরের আয়াতে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, তোমাদেরকে এধরাতে প্রতিনিধি রূপে প্রেরণ করা হয়েছে। তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমরা কীরূপ আমল কর। অর্থাৎ আমরা শিরিক থেকে নিজে বাঁচবো এবং অন্যকে বাঁচাবো। ইনশাআল্লাহ
পূর্ববর্তী উম্মতকে তিন ধরনের শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

অর্থ: আপনি বলুন: তিনি সক্ষম তামাদের ওপর কোন শাস্তি প্রেরণ করতে, ওপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে, অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী করে দিতে এবং এককে অন্যের ওপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাতে। দেখ, আমি কেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি, যাতে তারা বুঝে নেয়।[৯]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ও বান্দার অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তিনি আমাদের চতুর্দিক থেকে আযাব দিতে সক্ষম। আমাদেরকে বিভিন্য দলে বিভক্ত করে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়ে দিয়ে আমাদেরকে অন্যান্য জাতির ন্যায় সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারেন। যার উদাহরণ কুরআনে বিদ্যমান।

মোট কথা এই আয়াতে তিন ধরনের শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে। (১) আসমানি শাস্তি (২) জমিনি শাস্তি (৩) পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ। কিন্তু প্রথম দুই ধরনের শাস্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আর বরকতে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। বাকি একটি শাস্তি রয়ে গেছে। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে:

سألت ربى ثلاثا فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدا. سألت ربى ان لايهلك امتي بالسنة فأعطانيها وسألت ان لايهلك أمتي بالغرق .فأعطانيهاوسألت ان لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها.

আমি আল্লাহর কাছে তিনটি দু'আ করেছি। দুটি কবুল হয়েছে এবং একটি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করলাম তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না করেন। আমার এই দু'আটি কবুল হয়ছে। এর পর দু'আ করলাম আমার উম্মতকে যেন ঝড়ে তুফানে ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন। আমার এই দু'আও কবুল করলেন। দু'আ করলাম আল্লাহ যেন আমার উম্মতকে পরস্পর ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত না করেন। আমার এই দু'আটি ফিরিয়ে দেয়া হলো।[১০]

উল্লেখিত হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম, শেষ প্রকারের শাস্তি এই উম্মতের মধ্যে থেকে যাবে। অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে বিরোধ, এখতেলাফ এবং মতানৈক্য, বিভক্তি ইত্যাদি।
আপনি যদি ইসলামের ইতিহাস অধ্যায়ন করে থাকেন। তাহলে দেখবেন, মুসলমানদের ওপর তাতারীদের নির্যতনের উত্থান পতনের যে কারণ ছিল তা হলো, সে সময় মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব এবং নিজেদের মধ্যে কঠিন এখতেলাফ যা ছিল শাস্তির চূড়ান্ত অবস্থা। ফলে ওখানকার এক গ্রুপ খ্রিস্টানদের সাথে মিলে তার প্রতি পক্ষকে হত্যা করে দেয়। পরবর্তীতে যারা খ্রিস্টানদের সঙ্গ দিয়ে ছিল তাদেরকেও শেষ করে দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতে স্পেন থেকে মুসলমানদের পতন ঘটে। আমরাও যদি নিজেদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া করি। দ্বন্দ্বেন্দে লিপ্ত থাকি। আর আমাদের দায়িত্ব আদায় না করি তাহলে আমরাও সেই শাস্তির স্বীকার হবো।
একবার রাসুলুল্লাল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

---

[9] আনআম : আয়াত : ৬৫

[10] مسند أحمد: 1516

والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر اوليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلايستجاب لهم

ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার জান, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে এবং অবশ্যই অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে, যদি এমন না করতে থাক, তাহলে তোমাদের ওপর জালিম শাসক চাপিয়ে দেয়া হবে। তখন তোমাদের মধ্যে ভাল লোকেরা দু'আ করবেন কিন্তু তা কবুল করা হবে না।[১১]

একটু ভাবলেই দেখতে পারব, আজ আমাদের ওপর কোন ধরনের ব্যক্তির শাসন চলছে। আল্লাহ তা'আলা খারাপ লোকদেরকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেন নি? এটা আল্লাহ তা'আলার অটল ও অনড় বিধান যে, যদি আমরা আমাদের দায়িত্বের অবহেলা করি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিধান আমাদের ওপর প্রয়োগ করবেন।

আমরা দাওয়াতের অনিবার্য দায়িত্বটি ছেড়ে দিয়েছি। ফলে দুনিয়ার সবচাইতে খারাপ জাতিকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ভারতে ১৯৯২ সনে ৬ ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ শাহাদাতের এবং ২০০২ সালে গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা হয়তো আপনাদের স্মরণ আছে। ঐ সময় বিশ্বের সকল মুসলমানের মাঝে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। ওই সময় এমন কোন্ ব্যক্তি ছিল, যিনি দু'আ করতে গিয়ে চোখের অশ্রু ঝরায়নি? দুনিয়ার এমন কোন্ স্থান ছিল, যেখানে দু'আ না করা হয়েছে।

হেরেমে মক্কা ও হেরেমে মদিনায় দু'আ করা হয়েছিল। পবিত্র রমযান মাসে স্থানে স্থানে দু'আ করা হয়েছে কুনুতে নাযেলা পড়া হয়েছে। কিন্তু কোন দু'আ আল্লাহর রহমত ও দয়াকে মুতাওয়াজ্জুহ করতে পারেনি । সম্ভবত এর কারণ এটাই ছিল যে, আমাদের অপরাধের কারণে আল্লাহর অটল বিধান ও নিয়মের বাস্তবাতা দেখিয়েছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مروبالمعروف وانهو عن المنكر قبل أن تدعواثم لايستجاب لكم

(طبرانى)

তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান কর। ওই সময়ের পূর্বে যখন তোমরা দু'আ করবে কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কুরআনে হাকীমে এই জন্যই বনী ইসরাইলের ওপর লানত করা হয়েছে। কুরআনে হাকীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

বনী-ইসলাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লংঘন করত।[১২]

অন্য হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عن جريربن عبد الله قال ما من رجل يكون فى قوم يعمل بينهم بالمعاصى يقدرون على ان يغيروا عليه فلايغيروا لاصابهم الله بعذاب من قبل ان يموتوا.

(سنن ابوداود)

যারির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: কোনো ব্যক্তি যখন তার স্বজাতির মধ্যে গোনাহর কাজে লিপ্ত থাকে, আর ওই জাতি তাকে গুনাহর কাজ থেকে ফিরাতে সক্ষম, কিন্তু তারা তাকে ফিরালো না, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত্যুর পূর্বে আজাব দ্বারা গ্রেপ্তার করবেন।

আমরা যাদি এ কাজ না করি তাহলে আল্লাহ তা'আলা অন্য জাতি নিয়ে আসবেন।

---

[11]মুসনাদে আহমাদ-২৩৩২৭

[12] সুরা মায়েদা ৭৮

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (38)

যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।[১৩]

এই আয়াত আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, আমরা আল্লাহর দাসত্ব করি বা না করি, তাতে আল্লাহর কিছুই আসে যায় না। কারণ তিনি আমাদের মোটেও মুখাপেক্ষি না। আর আমরা যদি তার হুকুম মেনে না চলি, তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করে এমন এক জাতি পাঠাবেন যারা আমারে মত হবে না। আমাদের চেয়ে ভালো হবে। তারা শিরিক করবে না এবং আল্লাহকে মানবে। এ ধরনের অনেক ঘটনা ঘটিয়ে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, সে সব ঘটনা থেকে একটি (ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করা হলো)।

শাস্তি থেকে বাঁচার উপায়

এখন আমাদের ভাবার বিষয় হলো এই শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় কি? কি আমাল করলে আমরা এই আজাব থেকে বাঁচতে পারবো, এর সমাধান আল্লাহ তা'আলা নিজেই তার কালামে পাকে দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ

অর্থ: তারা কি লক্ষ করে না, প্রতি বছর তারা দুই একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ, তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না।[১৪]

উক্ত আয়াতে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার জন্য পথ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তার আযাব থেকে বাঁচর উপাই দুটি: (ক) তাওবা করা (খ) উপদেশ বা শিক্ষা গ্রহণ করা। নিচের আয়াতটিও তার বর্ণনা দিচ্ছে।

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ()

গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। [15]

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160)

অর্থ: তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা কওে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু। [16]

উপরোক্ত আয়াত দুটিতে বনী ইসরাইলের ওপর এই জন্য লানত দেয়া হয়েছে, তারা আল্লাহর আহকামকে গোপন করেছে এবং আমল বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার ছেড়ে দিয়েছিল। আজ আমাদের অবস্থাও তাই। কুরআনকে শুধু ঘরের অলংকার- সোকেসের সৌন্দর্য বানিয়ে রেখেছি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাকে গোপন করছি। এমন কতো অমুসলিম আছে যাদের সাথে প্রতিদিন এক সাথে উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য মোটকথা সব কিছুই হয়। কিন্তু হয় না শুধু দাওয়াতের ব্যবসা-বণিজ্য।

এখনোও যদি আমরা আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁছতে চাই, তাহলে আমাদেরকেও ওই পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। যা ইউনুস (আ.) এর কাওম গ্রহণ করেছিল। তারাতো ওই জাতিই যারা নিজ নবীকে মানতে অস্বীকার করে ছিল। তবে আল্লাহর শাস্তি আসতে দেখে তাওবা করল এবং তাদের নবীর ওপর ঈমান আনলো, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং শাস্তিকে ফিরিয়ে নিলেন। বললেন..

---

[13] মুহাম্মদ : আয়াত : ৩৮

[14] সুরা তওবা-১২৬

[15] সেজদা : আয়াত : ২১

[16] বাকারা : আয়াত : ১৬০

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ
অর্থ: সুতরাং কোন জনপদ কেন এমন হলো না যা ঈমান এনেছে অতঃপর তার সে ঈমান গ্রহণ হয়েছে কল্যাণকর? অবশ্য ইউনুসের সম্প্রদায়ের কথা ভিন্ন। তারা যখন ঈমান আনে, তখন আমি তুলে নেই তাদের ওপর থেকে অপমানজনক আযাব- পার্থিব জীবনে এবং তাদেরকে কল্যাণ পৌঁছাই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।[১৭]

কুরআনে হাকীমে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাইলের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শনিবারে মাছ ধরতে নিষেধ করেছিলেন। ওই সম্প্রদায়ের মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। (১) শিকার কারী (জালিম) (২) মুত্তাকী অর্থাৎ যারা বিরত ছিল। (৩) বাধা প্রদানকারী। আল্লাহ তা'আলা শিকারকারী (জালিম) এবং মুত্তাকী অর্থাৎ যারা বিরত ছিল তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, বরং তাদের আকৃতিকে বিকৃত করে দিয়েছেন এবং বাধা প্রদানকারীদের পরিত্রাণ দিয়েছেন।[১৮]

একই অর্থে একটি হাদিস আছে যা বুখারী তিরমিজীতে বর্ণিত হয়েছে। যার সার সংক্ষেপ হলো এই, তিন তলা বিশিষ্ট এক জাহাজে মানুষ আরোহন করেছে। পানির ব্যবস্থা ছিল তৃতীয় তলায়। নিচের তলার লোকেরা পানি আনার জন্য উপরে যেত, আর সেখানকার লোকদের কষ্ট হতো এ কথা চিন্তা করে তারা এ সিদ্ধান্ত নিল যে, আমরা যদি আমাদের তলার নিচ থেকে একটি ছিদ্র করে দিই, তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে এবং ওপর ওয়ালাদেরও কষ্ট হবে না। এবার যদি ওপর ওয়ালারা এ কথা বলে বসে যে, তারা তাদের তলা ছিদ্র করবে তাতে আমাদের কি যায় আর আসে? তাহলে সকলেই ডুবে মরবে। এই মুসিবত থেকে বাঁচতে হলে নিচের তলার লোকদেরকে বাধা দিতে হবে।

আজ আমাদের অবস্থাও এর থেকে ভিন্ন নয়। আমরা শিরক করতে দেখেও মুখ খুলি না, কিছু বলি না। এমন অবস্থায় আমাদের ওপরও কি আল্লাহর শাস্তি আসতে পারে না? এই জাতিকে খুবই সুক্ষ্ম ভাবে ভাবা উচিত।

মোটকথা কুরআনে হাকীম এই শাস্তি থেকে বাঁচার একটিই উপায় বর্ণনা করেছে।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অর্থাৎ লানত ও শাস্তি হতে ওই লোকেরাই বাঁচবে যারা তিনটি কাজ আঞ্জাম দেবে। (১) তওবা করবে (২) এসলাহ করবে। (৩) যেই সমস্ত আহকাম গোপন করেছে তা মানুষের মাঝে বর্ণনা করবে।[১৯]

স্পষ্ট থাকে যে, প্রথমে তেওবা ওই অপরাধের কারণে বলা হয়েছে, যা উপরে আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সত্যকে গোপন করা। উদ্দেশ্য হলো যে, সামনে থেকে আমাদের ইলমকে গোপন করবোনা এবং অন্যকে হক কথা বলবো। দ্বিতীয় নাম্বারে নিজের এবং অন্যের এসলাহ করবো এবং আমাদের কাছে যা কিছু আছে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করবো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করেন। আমিন!

সমাপ্ত

---

[17] ইউনুস-৯৮

[18]এই ঘটনাটি (সুরা আরাফের ১৬৩-১৬৬) আয়াতে বিস্তারিত দেখাযেতে পারে।

[19]বাকারা-১৬০